12 JUN 2003
তারিখ 12 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইনকিলাব

বেসরকারী হাই স্কুল মাদ্রাসা ও কলেজে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে নায়েমকে

সালাহউদ্দীন বাবলু ঃ সারাদেশের বেসরকারী হাই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীকে (নায়েম)। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় শীঘ্রই একটি প্রস্তাব পাঠাতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর এটিকে আইনে পরিণত করারও উদ্যোগ নেয়া হতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশের বেসরকারী

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

নায়েমকে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারী কর্মকমিশনের (পিএসসি) মতো একটি পৃথক জাতীয় সংস্থা গঠনের দাবী দীর্ঘদিনের। শিক্ষকদের পক্ষ থেকেই এ দাবী তোলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পিএসসি যেভাবে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্যাডারে দেড়- দু'হাজার কর্মকর্তা নিয়োগে হিমশিম খাচ্ছে এবং একটি ব্যাচের নিয়োগের ক্ষেত্রে এক বছরের স্থলে ৩/৪ বছর লেগে যাচ্ছে তাতে কেবল শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি আলাদা পিএসসি গঠন যুক্তিসঙ্গত হবে না বলে মনে করছে মন্ত্রণালয়। এরই মাঝে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গত মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে দেয়। কিন্তু শুরুতেই এ কমিটি নিয়ে বিতর্ক ওঠায় এবং এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হলে কোর্ট ঐ কমিটির কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশেষে নায়েমকেই শিক্ষক নিয়োগের জাতীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, দেশের শিক্ষকদের ৯৮% হচ্ছে বেসরকারী। স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষই এদের নিয়োগ করছে। কিন্তু এই নিয়োগ নিয়ে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে যোগ্য শিক্ষকের অভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান দারুণভাবে নিচে নেমে গেছে। দেশে বর্তমানে শিক্ষার প্রধান সংকটই হচ্ছে মানসম্পন্ন যোগ্য শিক্ষকের অভাব। আর সরকার যেহেতু এখন শিক্ষকদের বেতনের ৯০% বহন করছে এবং অচিরেই আরো ১০% দিয়ে শতভাগ পূরণ করতে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং আলাদা জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান শুধু শিক্ষক নিয়োগই করবে না, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করবে। উল্লেখ্য, নায়েম বর্তমানে সরকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পেলে এর কর্মপরিধি আরো বাড়বে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে পিএসসির মত এর আঞ্চলিক শাখাও খোলা হতে পারে। নায়েমের ব্যাপারে বেসরকারী শিক্ষকদেরও আপত্তি নেই বলে জানা গেছে।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী জনাব ওসমান ফারুক আরো জানান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির নীতিমালাও পরিবর্তন করা হচ্ছে। আগে যেখানে কোন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি পাওয়ার সাথে সাথেই এমপিও (মাসুলি পে-অর্ডার অর্থাৎ সরকারী বেতন সহায়তা) দেয়া হতো, এখন আর তা করা হবে না। ঐ প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান, পরীক্ষার ফলাফল, প্রাপ্তি ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ইত্যাদি পর্যালোচনার পরই কয়েক বছর পর্যবেক্ষণ শেষে এমপিওর ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষকদের এমপিও'র পরিমাণ আরো ১০% বাড়িয়ে ১০০% করার দাবীর প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১০% বাড়তি বেতন বরাদ্দের আগে যেসব প্রতিষ্ঠানের ফলাফল এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়, তাদের ব্যাপারে কি করা হবে তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে ১০% বেতন বৃদ্ধি এখনই সম্ভব না হলেও শিক্ষকদের যাতে ১০% মহার্ঘ ভাতা দেয়া যায় এবং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয় সেজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা চলছে।